০৩-০৬-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কাছে জ্ঞান রত্নের অথৈ সম্পদ আছে, তোমরা অন্যদের এই সম্পদ দান করো, তোমাদের দুয়ার থেকে কেউ যেন ফিরে না যায়।"

প্রশ্ন :- সর্ব সম্বন্ধের অতি-মিষ্টি (স্যাকারীন) বাবা তাঁর বাচ্চাদেরকে কোন্ এমন শ্রীমত দেন ?

উত্তর :- মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের বুদ্ধিযোগ দুনিয়ার সর্ব সম্বন্ধ থেকে সরিয়ে নিয়ে এক বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। দুনিয়ার কোনো বস্তু-বৈভব, মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদি যেন স্মরণে না আসে, কারণ এই সময়ে এই সকল সম্পর্কই তোমাদের দুঃখের কারণ হতে পারে। (নতুন) বিশ্বের মালিক যদি হতে চাও, তাহলে এই সময়েই তোমাদেরকে অবশ্যই গত ৬৩ জন্মের হিসাব-কিতাব পরিশোধ করার প্রচেষ্টা করতে হবে। সমস্ত কিছু ভুলে যদি অশরীরী হতে পারো তবেই সেই হিসাব-কিতাব পরিশোধ হতে পারে। আমিই তোমাদের সর্ব সম্বন্ধের স্যাকারীন অর্থাৎ অতি-মিষ্টতা প্রদান করি।

ওম্ শান্তি ! বাপদাদা বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করছেন, তোমরা এখানে কার স্মরণে বসেছো ? --(শিববাবার)! উচ্চস্বরে তোমাদের তা বলা উচিত- .....আমরা শিববাবার স্মরণেই বসেছি। তোমরা বাচ্চারা অর্থাৎ আত্মাদের সমস্ত সম্পর্ক এক শিববাবার সঙ্গেই। আর তোমরা শিববাবার সন্তানে পরিণত হও এই ব্রহ্মাবাবার দ্বারা। কারণ শিববাবা এই ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমেই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হন। যে কারণে এনাকে আবার মধ্যিখানের দালালও বলা হয়। তোমাদের কিন্তু এই দালালের (ব্রহ্মার) সঙ্গে তখন কোনো সম্পর্কই থাকে না। ইনি কেবলই এক মাধ্যম মাত্র। যা কিছু দেওয়া-নেওয়ার সমস্ত হিসাব, তা একমাত্র বাবার সঙ্গেই হতে হবে। ব্রহ্মার সঙ্গে নয়। ব্রহ্মার নিজেরও সমস্ত লেনদেন এই শিববাবার সঙ্গেই থাকে। ব্রহ্মাও শিববাবাকে এই কথা বলে .....বাবা আমার সবকিছুই তোমারই। তোমরা তো একদিকে নিশ্চিত হয়েছো যে, তোমরা আত্মা, অন্যদিকে আবার তোমাদের এও নিশ্চয়তা আছে যে, তোমরা এখন পরমপিতা-পরমাত্মার থেকে আশীর্ব্বাদের বর্ষা বা সম্পত্তি গ্রহণ করছো। মন-বচন-কর্ম এবং তন-মন-ধন এই সমস্তকিছু দিয়ে তোমরা এখন বাবার সাহায্যকারী হয়েছো। তাই এই সমস্তকিছুই তোমরা শিববাবাকেই অর্পণ করেছো। তাই শিববাবা এখন তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন .....বাচ্চারা, তোমরা এইভাবে আমাকে স্মরণ করো। যাকে বাবার শ্রীমত বলা হয়। বাবা নিজেই তাই বলেন, "আমি এই ব্রহ্মার পুরোনো শরীরেই প্রবেশ করি। যেহেতু ইনি (ব্রহ্মা) এখন পতিত থেকে পবিত্রে পরিণত হয়েছেন। এই যে কথা তা কে তোমাদের বলছেন ? --শিববাবা নিজেই বলছেন। ব্রহ্মাও পতিত থেকে পবিত্র হয়েছেন। ব্রহ্মারও শিববাবার সঙ্গে হিসাব-কিতাব করার আছে। কিন্তু ব্রহ্মার সঙ্গে তোমাদের কারোর হিসাব-কিতাবের ব্যাপার নেই। তাই তোমরা যখন চিঠি লেখো, ... শিববাবা, কেয়ার অফ্ ব্রহ্মা। কিন্তু মায়ার শক্তি এত বেশী যে, তোমাদেরকে তা নিরন্তর স্মরণে থাকতেই দেয় না। তাই বাবার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ প্রায়ই ছিন্ন হয়ে যায়। যদি বাবাকে নিরন্তর স্মরণে রাখার পুরুষার্থ তোমরা করতে থাকো, তাহলে দুনিয়ার যাবতীয় কিছু তোমরা অমায়াসেই ভুলতে পারবে। ফলে নিজের শরীরকেও তোমরা ভুলতে পারবে। যদিও এই শরীরই থাকবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে আত্মার আর এই শরীরের উপর কোনো মোহই থাকবে না। এই দুনিয়াদারীর মধ্যে থেকেই এই আবস্থার অভ্যাস তোমাদের করতে হবে। অন্তিম

সময়েও আমাদের এই শরীরকে যেন স্মরণে না আসে। তাই বাবা বলেন যে, নিজেকে অশরীরী মনে করে, এক বাবাকেই স্মরণ করো। আমি চির (সবসময়ই) অশরীরী এবং তোমরাও প্রকৃত অর্থে অশরীরীই ছিলে। কিন্তু, তারপর যখন তোমরা এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে এসেছো, তখন শরীরের সাহায্য নিয়েছো। এখন আবার তোমাদের নতুন করে অভিনয় করতে হবে অশরীরী ভাবের, এটাই যা পরিশ্রমের। তাই তো বলি, বিশ্বের মালিক হওয়া কি কম বড় কথা। মানুষেরাই কেবল এই বিশ্বের মালিক হতে পারে। দেবতারাও তো একদা মানুষ ছিলেন। কিন্তু তারা হলেন দৈব-গুণ সম্পন্ন মানুষ। লক্ষ্মী-নারায়ণ এই বিশ্বেরই মালিক ছিলেন। তাঁদের নিজেদের সন্তান-সন্ততিও ছিলো। সেই সন্তানরাই তাঁদেরকে মা-বাবা বলে মান্যতা দিত। কিন্তু এখন মানুষ অন্ধ শ্রদ্ধার কারণে এই লক্ষ্মী-নারায়ণকেই 'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব'- এই বলে ডাকতে থাকে। বাস্তবে কিন্তু -এই মহিমা তো শিববাবারই। অথচ, মানুষ দেবতার মহিমা করে, ... বলে, তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন .....। কিন্তু কেন তাঁদের পূজা করা হয়, তা কিন্তু সেভাবে কেউ জানে না। এখন নিশ্চয় তোমরা এই দেবতাদের - তুমিই মাতা-পিতা এই সব বলে আর ডাকবে না। কারণ তো তোমরা জানো যে, একমাত্র শিববাবাই হলেন নিরাকার পরমপিতা-পরমাত্মা। তিনিই হলেন সবারই বাবা। তাঁর থেকেই তোমাদের অতি সুখের প্রাপ্তি ঘটে। একমাত্র উনি ছাড়া, লৌকিক জগতের সর্ব সম্বন্ধ থেকে তোমরা কেবল দুঃখই পেতে থাকো। কিন্তু, এই বাবা তো সেকারিণ তুল্য অতি-মিষ্ট। যার থেকে সর্ব সম্বন্ধের সুখ পাওয়া যায়। তাই বাবা বলেন যে মামা, কাকা, চাচা এদের থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে একা আমাকেই (মামেকম্) স্মরণ করো। তোমরা তো কীর্তণ-গানও করো- দুঃখ হর্তা, সুখকর্তা বলে .....। যেহেতু, সবার সদ্গতিদাতা এক শিববাবাই। উনিই তোমাদের সমস্তকিছু। লৌকিক বাবার থেকেও তো তোমরা কত ভাবে দুঃখ পাও। অথচ, যারা শিক্ষক, তারা কিন্তু তোমাদের সেরূপ দুঃখ দেন না। শিক্ষকের কাছে গিয়ে তোমরা যে পড়াশোনা করো তার ফলে, তোমাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। বিজ্ঞ লোকেরাও এখানে শেখাতে পারে। কিন্তু, এই সকলই হলো অল্পকালের শিক্ষা। ভক্তি-মার্গেতেও সকলে এক রাম বা পরমপিতা-পরমাত্মারই মহিমা করে থাকে। তাঁদেরকেই নানা ভাবে স্মরণ করে। বাস্তবে ভক্তিও সেই একজনকেই করা উচিত। যেহেতু এক এই বাবাই তোমাদের পূজ্য বানান। প্রথম দিকে তো তোমরা এই এক শিববাবারই পূজা করতে। তাকেই সতোপ্রধান ভক্তি বলা হতো। তারপরে ক্রমান্বয়ে আত্মাও সতোপ্রধান থেকে সতো, রজ এবং তমো এইভাবে নিম্নগতিতে নামতে থাকে। তোমরা তখন ভাবতে লাগলে যে, তোমরা হলে দেবতাদের পূজারী। তাই তোমরা সর্বপ্রথমে শিবের পুজো করতে লাগলে। তারপর বার বার পুনর্জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের গুনের কলাও কমতে থাকে। ভক্তিও সতোপ্রধান থেকে সতো, রজ, তমোতে আসতে থাকে। এই সমস্ত নাটকই তোমাদের নিয়েই তো রচনা করা হয়েছে। যে তোমরাই পূজ্য ছিলে , আবার তোমরাই পূজারী হয়েছো। তোমাদের মধ্যে যারা ৮৪-নার জন্ম পুরো নিয়েছে তাদের নিয়েই এই কাহিনী রচনা করা হয়েছে। তাদেরই বাবা বলেন .... তোমরা কেমন করে ৮৪-বার জন্ম নিয়েছো। এই ৮৪ জন্মের হিসাব তো তাদেরই- যারা প্রথম দিকে পূজ্য দেবী দেবতা হিসাবে জন্ম গ্রহণ করে। তারাই জন্মান্তরে আবার পূজারী হয়ে যায়। বাবা বলেন যে, আমি প্রতি কল্পে কল্পে এসে তোমাদের এই জ্ঞানের পড়া পড়াই, আর দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি, রাজযোগও আমিই শেখাই। যা গীতায় ভুল করে 'কৃষ্ণভগবানউবাচঃ'- লেখা হয়েছে। ভগবান তো মাত্র একজনই হয়। কিন্তু জাগতিক মানুষেরা বলে 'সর্বভূতে' এবং সবকিছুর মধ্যেই পরমাত্মা বিরাজিত। কিন্তু এমনটা তো কখনই হয় না। ভগবানের মহিমাই হলো অপরমপার (যার কোনও তল-অতল পাওয়া যায় না)। বলা হয় ..... হে বাবা, তোমার গতি-মতি সবার থেকেই আলাদা। অর্থাৎ তুমি যে শ্রীমত দাও, তা-ও সবার থেকে আলাদা।

এই বাবাকেই যখন তোমরা বলো, হে গতি-সদ্গতিদাতা, পরমপিতা-পরমাত্মা, তখন তোমাদের বুদ্ধি ওপরের দিকেই যায়। দুঃখের সময় তোমাদের -তাঁর কথাই মনে আসে। যদি রাম সীতার কথা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকে তাহলে সারা রামায়ণও তোমাদের বুদ্ধিতে থাকবে। সেক্ষেত্রেও, তোমরা তো ওই একজন বাবাকেই ডাকতে থাকো। তাই এই এক বাবা ছাড়া অন্য কোনো সাকারী মানুষ বা দেবী দেবতার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ লাগিও না। শিববাবাই হলেন একমাত্র পতিত পাবন। মানুষ যখন কোনো সৎ-সঙ্গ বা কোনো প্রবচন শুনতে যায়, তখন সেখানে গিয়ে তারা "পতিত পাবন সীতা রাম" - এই গানই করে, যদিও কিন্তু এর অর্থ তারা জানে না যে, শিববাবাই হলেন এক ও একমাত্র পতিত পাবন। এই সবই হলো ভক্তি-মার্গের কীর্তন-গায়ন। এখন এই কলিযুগে সকলেই বিকার-রূপী রাবণের জেলে বন্দী। ভক্তি-মার্গে মানুষ বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত হয়। কারণ তারা সঠিক দিশা কিছুই জানে না। কিন্তু এখানে তো তোমরা সৃষ্টিচক্রের সমস্ত জ্ঞানই পেয়েছো, তাই বিভ্রান্তির কোনো জায়গাই নেই। বাবা বাচ্চাদেরকে আরও বোঝান যে ..... বাচ্চাদের জ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র তাদের বুদ্ধিতে খুব ভালোভাবে ধারণ করা উচিত, এবং এই পড়াশোনাও তাদের রোজই করতে হবে। যদি কোনো কারণে সকালে সেন্টারে যাওয়া সম্ভব না হয় তবে দুপুরে সময় বার করে অবশ্যই সেন্টারে যাওয়া উচিত। আর কখনোই কোনো মানুষকে কোনোভাবেই বিরক্ত করা উচিত নয়। সারাদিন এই পড়ার অভ্যাসের মধ্যেই থাকতে হবে। যে কোন সময় সেন্টারে গিয়ে এই মুরলী শুনতে হবে। বাবার বাচ্চারা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত্য সেবাকাজে লেগে থাকে। এই সেবা প্রতিষ্ঠান সারাদিন খোলা থাকে। যে কেউই আসুক না কেন তাদেরকে বাবার নির্দেশিত পথ বলে দিতে হবে। প্রথম প্রথম তোমরা এইভাবে বোঝাবে যে, ... নিজেদের মনেই বিচার করো, তোমাদের দুজন বাবা। একজন লৌকিক আর আর একজন পারলৌকিক। কিন্তু দুঃখের সময় তোমরা কেবল পারলৌকিক বাবাকেই স্মরণ করো,-- তাই না ? তাই এখন শিববাবা স্বয়ং তোমাদের বলছেন যে, আমাকেই (মামেকম্) স্মরণ করো। যেহেতু, মৃত্যু তো তোমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। আর বর্তমান এই দুনিয়ার লড়াই হলো, গীতায় বর্ণিত সেই মহাভারতের লড়াই। যদিও শতপতি, কোটিপতিরা বড় বড় বাড়ি তৈরী করে, এই দুনিয়ায় থাকার জন্য, কিন্তু কেমন করেই বা সেখানে থাকবে তারা, যেখানে এ সবই তো শেষ হয়ে যাবে। কারণ সামনেই যে সেই বিনাশ দাঁড়িয়ে আছে। অথচ, এইসব মানুষ ভাবে যে, কলিযুগের আয়ু লাখ লাখ বছর। আসলে, একেই বলা হয় ঘোর অজ্ঞানতার অন্ধকার। কারোর কাছে অনেক পয়সা থাকলে, সে আগ্রহ ভরে, বাবাকে জিজ্ঞেস করে নতুন বাড়ি তৈরী করার কথা। বাবা তাতে বলেন যে, পয়সা থাকলে বানাও, কিন্তু এই সব পয়সাও তো মাটিতেই মিশে যাবে। যেহেতু, এ সমস্ত কিছুই সাময়িক। এই সমস্ত পয়সাই এই ভাবেই শেষ হয়ে যাবে। তাই যদি মন চায় তো বানাও। অবশ্য কোনো কিছুই কিন্তু অবশিষ্ঠ থাকবে না। তাই সেই সব বাড়িতে গীতা পাঠশালার ব্যবস্থা রেখো। যাতে কেউ যদি তোমাদের দুয়ারে আসে, তাকে এমনভাবে জ্ঞানদান কোরো, যার ফলে সেও এই বিশ্বের মালিক হতে পারে। তোমাদের কাছে যে অথৈ জ্ঞান-সম্পদ আছে তা আর অন্য কারোর কাছেই নেই। তোমাদের কাছে সত্যিকারের ধনী সাহুকার সেই, যারা এই সম্পূর্ণ জ্ঞানরত্ন বুদ্ধিতে ধারণ করতে পেরেছে। কেউ যদি তোমাদের কাছে আসে, তাহলে তোমরা তোমাদের জ্ঞান দিয়ে, তাদের জ্ঞানের ঝুলি ভর্তি করে দেবে। কারণ তোমাদের কাছে এই সম্পদ অনেক পরিমাণে আছে। তাই শুধু এই বোর্ড তোমরা লাগিয়ে দাও, ... "তোমরা যদি আসো তো আমরা তোমাদের সদা সুখী স্বর্গের পথ বলে দিতে পারি।" কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে এই নেশা সব সময় থাকে না। বাচ্চারা সেন্টারে এলেই এই নেশা থাকে আবার বাইরে গেলেই তা তোমরা সব ভুলে যাও। এই ব্যাপারে তোমাদের শখ-আগ্রহ যথেষ্ট থাকা চাই। কেউ যদি তোমাদের কাছে আসে তাকেও এই পথ

বলে দিয়ে তোমরা বিষয় সাগর থেকে পার করিয়ে দিতে পারো। যেহেতু, তোমাদের কাছে অনেক জ্ঞান ধন আছে। যে কোনো দরিদ্রই আসুক বা লাখপতিই আসুক, তোমরা তাদেরও এই জ্ঞান-রত্ন দান করতে পারো। বাবা তোমাদের মধ্যে এই নেশা ভরে দেয়, কিন্তু পরক্ষণেই তা তোমাদের মাথা থেকে সোডার মতো উড়ে যায়। বাবা তোমাদের সকলকেই এই অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন দিয়ে সবারই ঝুলি ভর্তি করে দেন। কিন্তু সবাই তো আর একনম্বর হয় না। ধারণের ক্ষমতা অনুসারে একনম্বর-দুইনম্বর ... ... এইভাবেই হয়। যাদের ভাগ্যে যা আছে। আগ্রহের সাথে যারা তা গ্রহন করবে, তারাই পুরোপুরি এই জ্ঞান ধারণ করতে পারবে। বাবা বলেন যে ..... তোমরা নিরন্তর স্মরণে থাকার চেষ্টা করো। কিন্তু, তার অর্থ এমন নয় যে, তোমাদের সেন্টারে গিয়েই এক জায়গায় বসে থাকতে হবে। তোমরা চলতে ফিরতে যখনই সময় পাও- বাবাকে স্মরণ করো। হাতে কাজ করো, কিন্তু মন বা বুদ্ধির যোগ বাবার সঙ্গে যুক্ত রাখো। বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের অনেক কল্যাণ হবে। ২১ জন্মের জন্য তোমরা ধনী-সাহুকার বা সম্পত্তিবান হতে পারবে। বেহদের শিববাবা এখন তোমাদেরকে সেই বেহদের অফুরন্ত আশীর্বাদ -এর বর্ষাই দিচ্ছেন। এই ভারতই একদিন স্বর্গ রাজ্য ছিলো, কিন্তু এখন তা নরকে পরিণত হয়েছে। বাবা বলেন যে - এখন তোমরা আমকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের আত্মা সতোপ্রধান হতে পারবে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে তোমাদেরও জ্ঞানার্জনের নেশা বাড়তে থাকবে। তখন বুঝবে, তোমাদের মতো ধনবান এই দুনিয়ায় আর কেউই নেই। আর বাবাকেই যদি স্মরণ না করো তবে সেই ধন তোমরা আর কোথা থেকেই বা পাবে। সত্যযুগে (স্বর্গে) তোমাদের বাচ্চাদের অপার সুখ এবং শান্তি মিলবে। শাস্ত্রে তো অনেক মুখরোচক কথাই লেখা আছে। এই কথাও আছে যে, রাম রাজ্যে রাম রাজা এবং প্রজারাও রাম তুল্যই ছিলো, তাই সেখানে ধর্মের অবস্থানও খুব সুন্দরভাবেই ছিলো। আবার এও বলা হয় যে, রামের সীতাকে রাবণ চুরি করেছিলো, আর বানর সেনারা তাঁকে উদ্ধারে সাহায্য করেছিলো। এ সকলই আদতে চর্চিত কাহিনী মাত্র। আগে তোমরাও এইসব পড়তে, কিন্তু তার মর্মার্থ কিছুই বুঝতে পারতে না। কিন্তু, এখন তোমরা সেই সব পরিষ্কার বুঝতে পারছো। কত আশ্চর্যজনক কথাও তোমরা শুনতে পাচ্ছো। বাবা বলেন যে .... আমাকেও এই প্রকৃতির আধার নিতে হয়। ত্রিমূর্তি দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকরকে দেখানো হয়। কিন্তু কেউ বুঝতে পারে না যে, বিষ্ণু কে ছিলো। বিষ্ণু কোথায় বা থাকে। মানুষেরা তো বিষ্ণুর মন্দিরকে নর-নারায়ণের মন্দির বলে দেয়। যদিও কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ তারা কেউই জানে না। প্রকৃত অর্থে যে নর থেকে নারায়ণের পদ পায়। বিষ্ণুরই দুটি রূপকে লক্ষ্মী-নারায়ণ দেখানো হয়। এঁরাই সত্যযুগে রাজত্ব করবে। এখন তোমরা মানুষ থেকে দৈব-গুণ অর্জনকারী দেবতায় পরিণত হচ্ছো। কেউ যদি তোমাদের কাছে আসে, তাহলে তাদেরকে বলো যে, তোমরাই সেই ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। তাহলে প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো সকলেরই বাবা হলো। যার এত অনেক অনেক প্রজা। এই কথা তো তোমরা শুনেছো যে, ভগবান -ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণ রচনা করেছিলেন। শিববাবা তো সেই বাচ্চাদেরকে আশীর্ব্বাদের বর্ষা বা সম্পত্তি দান করেছিলেন। তোমাদেরকেই বাবা এই বিশ্বের মালিক বানান। কিন্তু, তোমরা শিববাবার থেকেই সেই বর্ষা পাও। একজন তোমাদের লৌকিক বাবা আর একজন শিববাবা হলেন পারলৌকিক বাবা, আর অলৌকিক বাবা হলেন এই ব্রহ্মা বাবা। এক্ষেত্রে তাঁরও তো অবশ্যই প্রয়োজন আছে। যেহেতু, শিববাবা তাঁকেই আধার করেন। এই ব্রহ্মাবাবা তো আগে কিছুই জানতো না। ব্রহ্মাবাবার ক্ষেত্রে এটাই বলা হয়, এনার অনেক জন্মের শেষ জন্মেরও শেষ সময়ে- শিববাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। তখন বাণপ্রস্থে যাওয়ার নিয়ম এই ভারতবর্ষেই প্রচলিত ছিলো। ৬০ বছর বয়সের পর মানুষ গুরুর আশ্রমে চলে যেত। শিববাবা, ব্রহ্মাবাবার মধ্যে প্রবেশ করে বলেন,

বাচ্চারা এখন তোমাদের নিজ ঘরে ফিরে যাবার সময় হয়েছে। মুক্তি তো সবাই চায় -কিন্তু মুক্তি কি, তার প্রকৃত অর্থ কিন্তু কেউই জানে না। ব্রহ্মতে তো কেউই লীন বা বিলীন কেউ-ই হতে পারে না। সৃষ্টি চক্র তো বারে বারেই আবর্তিত হচ্ছে। এখানে এই জাগতিক দুনিয়ায় সবাইকেই অভিনয় করার জন্য আসতে হবে। বলা হয় যে এই পৃথিবীর ইতিহাস এবং ভৌগোলিক অবস্থান বারে বারেই (রিপিট) পুনরাবৃত্তি হয়। যা এই অনাদি নাটকের চিত্রপটে আছে। এই ৮৪ জন্মের অভিনয় তোমাদেরকেই করতে হয়। সেই সময়ে, এই জ্ঞানের আনন্দে নৃত্য কেবল তোমরাই করবে। অথচ মানুষেরা তো এদিকে ডমরুধারী শঙ্করের নৃত্যকেই দেখায়। কিন্তু সূক্ষ্মবতনে শংকর সেখানে কেমন করে ডমরু বাজাবে। তাই বাবা বোঝান যে -তোমরা এখন বানরতুল্য হয়ে গেছো। আর তোমরা বানর সেনার সামনে বাবা সেই জ্ঞানের ডুমরুই বাজাচ্ছেন। আর বাবা তোমাদেরকে জ্ঞান দান করছেন। এখন তোমাদের চেহারা এবং চরিত্র দুয়েরই পরিবর্তন হচ্ছে। কাম-চিতায় বসে বসে তোমরা কালো হয়ে গিয়েছিলে। এখন বাবা তোমাদেরকে জ্ঞান চিতায় বসিয়ে চেহারা এবং চরিত্র এই দুয়েরই পরিবর্তন করে, কালো (শ্যাম) থেকে সুন্দরে পরিবর্তন করছেন। বাবা তোমাদের সেই নেশা কতো বাড়িয়ে দেন, কিন্তু আবার এই নেশা কেন তোমাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে যায়। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি(সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবা তোমাদের যে অথৈ জ্ঞান-ধন দান করেছেন, তা ধারণ করে স্বয়ং ধনী-সাহুকার বা সম্পত্তিবান হতে হবে, আর অন্যকেও এই জ্ঞান-ধনের দান করতে হবে। যে কেউ তোমাদের কাছে আসবে, তার ঝুলি জ্ঞানের দ্বারা অবশ্যই ভরে দিতে হবে।

২) বাবাকে স্মরণ করলে কল্যাণ হবেই। তাই যতটা পারা যায় চলতে ফিরতে বাবার স্মরণে থাকতে হবে এবং সর্ব সম্বন্ধের সুখ এক বাবার থেকেই নিতে হবে।

বরদান :- সময়রূপী শ্রেষ্ঠ সম্পত্তিকে সফল করে, সর্বদা সর্ব কার্যে সফলতামূর্ত হও (ভব)।
যে বাচ্চারা সময়রূপী সম্পত্তিকে নিজের প্রতি এবং সর্বজনের কল্যাণের প্রতি অর্পণ করে তাদের সব সম্পত্তি বা ভাগ্য সেইসময়ই জমা হতে থাকে। সময়ের গুরুত্বকে বুঝে তাকে যারা সফল করতে পারে - তারা তখনই সংকল্প রূপী সম্পদ, শক্তিরূপী সম্পদ, জ্ঞানরূপী সম্পদ এবং শ্বাসরূপী অর্থাৎ প্রতিটি মুহূর্তকেই কাজে লাগিয়ে, নিজের ভাগ্যের সম্পদকে জমা করতে পারে। তাই নিজের আলস্যভাবকে ত্যাগ করে সময়ের সম্পদকে যদি সফল করতে পারো, তাহলে সবসময় সর্ব কার্যেই সফলতামূর্ত হতে পারবে।

স্লোগান :- একাগ্রতার দ্বারা সাগরের ভিতরে প্রবেশ করে অনুভবরূপী হীরে-মোতি প্রাপ্ত করে অনুভবীমূর্ত হতে হবে।